নুসাইবা

এক সত্যান্বেষী নারী

আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ

রাইয়ান প্রকাশন

নুসাইবা

প্রথম প্রকাশ

ফেব্রুয়ারি ২০২৫

© গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষিত

ইমেইল

raiyaanprokashon@gmail.com

প্রচ্ছদ

আহমাদুল্লাহ ইকরাম

পৃষ্ঠাসজ্জা

রাইয়ান টিম

মুদ্রিত মূল্য

১৮৫/-

Nusaiba

Published by: Raiyaan Prokashon

© গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষিত। লেখক ও প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশের প্রতিলিপিকরণ, পুনর্মুদ্রণ, ফটোকপি, স্ক্যান, পিডিএফ প্রস্তুতকরণ, অন্য কোনো বই, ম্যাগাজিন, পত্রিকায় প্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তবে দা'য়াহর স্বার্থে গ্রন্থের কোনো অংশ ব্যবহার করতে চাইলে উদ্ধৃতি ব্যবহার করা জরুরি। উপরিউক্ত শর্তাবলির লঙ্ঘন শরঈ দৃষ্টিকোণ থেকে অবৈধ।

উৎসর্গ

একটি বইয়ের উৎসর্গ পাতায় তার নাম ছাড়া
আর কোন নামই-বা বেশি শোভা পায়!
তিনি যে সকল উৎসের স্রষ্টা।
মহান আল্লাহ

মুখবন্ধ

সময়ের পরিক্রমায় চলে আসছে সত্য-মিথ্যার লড়াই। অসমাপ্ত এই লড়াইয়ে ‘সত্য’ সাময়িকভাবে পরাজিত হলেও পরক্ষণেই মিথ্যাকে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করেছে। মিথ্যা কখনোই টিকে থাকতে পারেনি। সর্বময় ধসে পড়েছে ঠুনকো দেওয়ালের মতো।

তবুও থেমে থাকেনি সত্য-মিথ্যার এই আক্রমণাত্মক পথচলা। কখনো থামারও নয়। এই পথচলা সমাপ্ত হবে সেদিন—মহান রব যেদিন রায় ঘোষণা করবেন। মিথ্যা-অন্যায় শাস্তির অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হবে। সত্য-ন্যায়, পরম শান্তিতে নিজ প্রাসাদে অবস্থান নেবে।

সময়ে সময়ে চলে আসা মিথ্যার ঝঞ্ঝাটের একটি ‘নারীবাদ’। খালি চোখে খানিকটা বিজয়ী মনে হলেও পরক্ষণেই তার পরাজয়টা সুস্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হয়। দেখতে পারা যায় সত্যের বিজয় চিহ্ন। তারই ধারাবাহিকতায় ‘নুসাইবা’ বইটি।

বিনীত
আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ

সম্পাদকের কলম থেকে

হক-বাতিলের লড়াই চিরন্তন। সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ চলে আসছে যুগযুগান্তর। আলো-আঁধারির খেলা চলছে কাল-কালান্তর। সত্যের আলো ফুটে ওঠামাত্রই মিথ্যার আঁধার পালাবে এটাই স্বাভাবিক। সত্য-সুন্দরের আলো সহ্য করতে পারে না মিথ্যা-অসুন্দরের কালো।

ইসলাম মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন চিরস্থায়ী নাজাত ও মুক্তি, কল্যাণ ও সফলতার দিকনির্দেশনা দিয়েছে। সে কল্যাণ ও সফলতার সবক হাসিলের জন্য যেতে হবে কুরআন-হাদিসের কাছে। কুরআন-হাদিসকে নিজের যুক্তির চোখ দিয়ে দেখলে পথভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। তাকে দেখতে হবে বিশ্বাসের চোখ দিয়ে।

বিশ্বাসী চোখ সবাই অর্জন করতে পারে না। খুব কম মানুষের চোখই বিশ্বাসী হতে পেরেছে। যারা তাদের দুটি চোখকে বিশ্বাসী করতে পারে তারাই সফলতা অর্জন করে। এমন বিশ্বাসী চোখের অধিকারী ছিল নুসাইবা। চলুন নুসাইবাতে প্রবেশ করি...।

আমার ছাত্রদের মধ্যে যারা ভালো লিখছে আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ তাদের অন্যতম। তার পাণ্ডুলিপিটি আদ্যোপান্ত পড়েছি। কয়েকটি জায়গায় সংশোধন করে দিয়েছি। প্রয়োজনীয় কিছু পরামর্শও দিয়েছি। আশা করি জাতিকে সে ভালো কিছু উপহার দেবে। সে অনেক দূর এগিয়ে যাবে। আল্লাহ কবুল করুন!

উবায়দুল হক খান
১২ সেপ্টেম্বর ২০২১ ঈ.

মূল্যায়ন

আমাদের যুগের একটি বৈশিষ্ট্য হলো এটি প্রচারণার যুগ। আমাদের চিন্তায়, মননে, গ্রহণে ও বর্জনে প্রচারণার অনেক বড় একটি প্রভাব আছে। আর আমাদের দেশের বিভিন্ন প্রচারণায় পশ্চিমা কিংবা ইসলামবিদ্বেষীদের আধিপত্যই বেশি। ফলে নারীসংক্রান্ত বিষয়ে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রভাব ফেলতে এই প্রচারণা খুব বেশি প্রভাব ফেলেছে।

আমরা নারীর সেই রূপকে এখন ঘৃণা করতে শিখছি যে-ই রূপ মহান আল্লাহ তাকে নিয়ামত হিসেবে দিয়েছেন। আমাদের কাছে পশ্চিমা সভ্যতার নারী রূপটাকেই এখন সফল ও উন্নত মনে হচ্ছে। চাই সেই রূপটা নারীর নারীত্বের ওপর যত অবিচার ও শোষণই চালাক না কেন। নারীসংক্রান্ত ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি খুবই ভারসাম্যপূর্ণ। ইসলাম না নারীর নারীত্বের ওপর শোষণ করেছে, আর না নারীর দায়িত্ব ও অধিকারের ব্যাপারে অবিচার করেছে; বরং ইসলাম নারীর স্বভাবজাত প্রকৃতি ও পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্যশীল এক রূপরেখা দান করেছে।

কিন্তু পশ্চিমা প্রচারণায় বিভ্রান্ত হয়ে আমাদের নারীসমাজ আজ নিজেদের স্বভাবজাত প্রকৃতিবিরোধী এক চিন্তা-চেতনা লালন করতে শুরু করেছে। যা তাদেরকে স্বাধীনতার নামে পরাধীনতায়, উন্নতির নামে অবক্ষয় ও সমতার নামে নিজের ওপর অবিচার করার মতো জঘন্য সব পরিণতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে। সেই সাথে এসব প্রচারণা তাদের সামনে নারী সংক্রান্ত ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গিকে জুলুম ও অবিচার হিসেবে উপস্থাপন করছে।

বক্ষ্যমাণ বইটিতে নারী সংক্রান্ত ইসলামের কিছু দৃষ্টিভঙ্গিকে সুন্দরভাবে তুলে ধরার প্রয়াস চালিয়েছেন লেখক, গল্পের আকারে। যে গল্পে নুসাইবা নামক একজন মেয়েকে প্রধান চরিত্রে রাখা হয়েছে। বইটি আমি কেবল সাধারণ চোখে খুব দ্রুত পড়ে দিয়েছি। এরই মধ্যে বেশ কিছু সমস্যা আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছিল, যা লেখক দূর করেছেন।

গল্পের জগতে আমাদের ইসলামি সাহিত্যের এখনো বড় একটি শূন্যতা রয়ে গেছে। অথচ গল্প মানুষ এবং বিশেষত নারী মনে খুব প্রভাব বিস্তারকারী একটি বিষয়। সব মিলিয়ে আশা করি, বইটি সাধারণ ও প্রাথমিক পাঠকদের জন্য খুবই উপকারী এবং প্রভাব বিস্তারকারী হিসেবে ভূমিকা রাখবে। মহান আল্লাহ ভুলত্রুটি ক্ষমা করে নিয়ে বইটির সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রচেষ্টাকে কবুল করে নিন !আমিন।

ইফতেখার সিফাত
১২.২০২১ ঈ/১০/

নুসাইবা বিনতে কাব

উকবায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট ইসলাম গ্রহণকারী দুজন নারীর একজন ছিলেন নুসাইবা বিনতে কাব রাদিয়াল্লাহু আনহা। *'নুসাইবা'* শব্দের অর্থ ভাগ্যবতী। ইসলাম তাকে ভাগ্যবতী করেছিল। ইসলাম গ্রহণ-পরবর্তী তিনি মদিনায় ফিরে নারীদের মাঝে ইসলামের ব্যাপক প্রচার-প্রসার চালান।

উহুদের যুদ্ধে তার দুজন ছেলে শাহাদাতবরণ করেন। তিনি নিজেও উপস্থিত ছিলেন সে লড়াইয়ে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর যখন তিরবৃষ্টি চলছিল, তখন তিনি ঢাল-তলোয়ার নিয়ে দাঁড়িয়ে যান এবং একসময় আহত হয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। যখন তার জ্ঞান ফিরল, তিনি জানতে চাইলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেমন আছেন?

সূচিপত্র

প্রদীপ্ত পথের সন্ধানে ১৩

'স্ত্রী' দাসী নাকি পরিচ্ছদ? ১৮

স্রষ্টা কি পুরুষতান্ত্রিক? ২৫

কুরআন কি পুরুষকেন্দ্রিক? ৩০

বোরকা সমাচার ৩৪

পুরুষের হুর, নারীর জন্য কী? ৩৮

ইসলাম কি নারীকে ঠকিয়েছে? ৪২

উত্তরাধিকার প্রশ্নে নারীর প্রাপ্য ৪৬

মোহর কি বিয়ে ঠেকানোর জন্য? ৫০

নারীর কি ইচ্ছা-অনিচ্ছা নেই? ৫৫

নারীকে কি শস্যক্ষেত্র বলা হলো? ৫৯

ইসলাম কি বিধবা বিবাহে অনুৎসাহিত করে? ৬৩

পিরিয়ড ৬৮

নারী নবি নয় কেন? ৭৩

নারীর সালাত ভাবনা ৭৬

নুসাইবার বিয়ে.. ৭৯

অদৃশ্য ফাঁদ.. ৮৩

ধর্ষণ এবং বৈবাহিক ধর্ষণ ৮৬

নারীর পর্দা.. ৯২

ইসলাম কি নারী শিক্ষার বিরুদ্ধে? ৯৬

নারী-কুকুর-গাধা..১০০

ইসলাম কি মায়ের সম্মান দেয়নি? ১০৪

নারী স্বাধীনতা কি নারীর মুক্তি?...১০৮

হিন্দু ধর্মে নারী.. ১১২

বোধোদয়...১১৬

পরিবর্তনের সূচনা ১২০

আমার বিশ্বাস... ১২৩

প্রদীপ্ত পথের সন্ধানে

ফাইজা : ইসলামপূর্ব যুগে একজন নারী ছিল কেবলই ভোগ্যপণ্য। তখন বাজার বসত নারী বিক্রির। লুটপাট করে কাফেলার নারীদের বিক্রি করা হতো—সস্তা পণ্য হিসেবে। যখন যে যেভাবে চাইত ভোগ করতে পারত। নিজ স্ত্রীকে খেলার বস্তু করতে দ্বিধা করত না। স্ত্রীকে বাজি রাখত। উপহার হিসেবে দিয়ে দিত। কন্যাসন্তান জন্মালে তা নিজের জন্য অভিশাপ ভাবত। পরিণামে জীবন্ত দাফন করে দিত। এমনই ঘটত ইসলাম পূর্বযুগে একজন নারীর সাথে।

নুসাইবা : আচ্ছা থাম তো। তুই যে এসব বলছিস, এসবের কোনো প্রমাণ আছে—তোদের কুরআন-হাদিস ছাড়া?

ফাইজাকে থামিয়ে প্রশ্ন করল নুসাইবা।

ফাইজা : নুসাইবা, প্রথমত প্রমাণ হিসেবে আমাদের কাছে কুরআনই যথেষ্ট। আর তোর বোঝার জন্য অমুসলিম ও নাস্তিক ঐতিহাসিকদের কিছু কথা তুলে ধরার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি।

রবার্ট স্পেন্সার, স্যার উইলিয়াম মুর, গিবন, তাদের বর্ণনায় উল্লেখ করেন—ইসলামপূর্ব আরব ছিল রুক্ষ। নারীদের জন্য হিংস্রতা আর ভীতির এক কলঙ্কময় ইতিহাস। নারীদের নারী কম পণ্য ভাবা হতো অধিক। রুক্ষতা ছিল তাদের প্রতি পুরুষদের চিরাচরিত অভ্যাস। তাদেরকে বন্ধক রাখা হতো। কন্যাসন্তান হলে জীবন্ত দাফন করা হতো।[১]

---

১ Badruddoza, Muhammad (sm) : His Teachings and Contribution, p. 39; Islamic Foundation, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, 6th edition, 2009.
Robert Spencer, The Truth About Muhammad, p. 34; An Eagle Publishing Company, Washington, DC, 2006.
Sir William Muir, Life of Mahomet, p. 509, london, 1858.

কিন্তু দেখ, ইসলাম নারীকে সম্মান দিয়েছে। বলা হয়েছে—'যে ব্যক্তি তিনটি কন্যাসন্তান লালনপালন করল, তাদেরকে আদব শিক্ষা দিলো, বিয়ে দিলো এবং তাদের সাথে সুন্দর ব্যবহার করল—তার জন্য রয়েছে জান্নাত।'[১]

অন্যত্র বলা হয়েছে—'যার কন্যাসন্তান জন্মাল, অতঃপর সে তাকে কষ্ট দেয়নি, অসন্তুষ্ট হয়নি এবং পুত্রসন্তানকে তার ওপর প্রাধান্য দেয়নি, সে সেই মেয়ের কারণে জান্নাতে যাবে।'[২]

নুসাইবা : আচ্ছা ফাইজা, তুই যে এত সব ফজিলতের কথা বলছিস, এর সবই তো পিতার জন্য। এতে নারীর মর্যাদা কোথায় বৃদ্ধি পেল?

ফাইজা : আচ্ছা নুসাইবা, তুই খেলা দেখিস?

নুসাইবা : হ্যাঁ, দেখি তো।

ফাইজা : খেলায় জিতলে খেলোয়াড়দের অভিনন্দন কেন জানাস?

নুসাইবা : তারা আমাদের দেশকে, দলকে রিপ্রেজেন্ট করছে সকলের সামনে। তাদের দ্বারা দেশের সম্মান বাড়ছে—সেজন্য।

ফাইজা : আচ্ছা এতে কি খেলোয়াড়দের সম্মান বাড়ে?

নুসাইবা : হ্যাঁ!

ফাইজা : কেন বাড়বে? তারা তো দেশের সম্মান বাড়াচ্ছে, তাতে তাদের সম্মান বাড়বে কেন?

নুসাইবা : তাদের জন্যই তো দেশ সম্মানিত হচ্ছে, তাদের সম্মান বাড়বে না কেন—অবশ্যই বাড়বে।

---

[১] সুনানু আবি দাউদ, হাদিস নং : ৫১৪৬
[২] সহিহ বুখারি, হাদিস নং : ৫৯৯১

ফাইজা : আচ্ছা তাহলে দেখা গেল—যার জন্য কেউ সম্মানিত হয় সে নিজেও সম্মানিত হয়।

নুসাইবা : হ্যাঁ, তাই তো।

ফাইজা : তাহলে এখানে কেন এমন ব্যাখ্যা হবে, মেয়ের জন্য পিতা সম্মানিত হলেও মেয়ে সম্মানিত হবে না?

নুসাইবা : ফাইজা, আসলে কী জানিস, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই মর্যাদার কথা বলেছেন—কারণ, তিনিও কন্যাসন্তানের জনক ছিলেন। অন্যথায় কখনো এ কথা বলতেন না।

ফাইজা : এটাও তোর ভুল ধারণা। তিন জন পুত্রসন্তান জন্মেছিল তাঁর। মেয়ে চার জন। তিনি তো নিজেও একজন পুরুষ ছিলেন, তারপরও কেন বললেন না—'পুরুষ সন্তানকে লালনপালন করলে জান্নাতে দেওয়া হবে?'

নুসাইবা : এটা ছাড়াও ইসলাম বলে—কন্যাসন্তান দিয়ে পরীক্ষা করা হয়। আর পরীক্ষা তো বিপদাপদ দিয়েই করা হয়; তাই নয় কি?

ফাইজা : আচ্ছা তাহলে তুই এখানে একটি হাদিসের ব্যাপারে কথা বলতে চাচ্ছিস। তাহলে হাদিসটি ব্যাখ্যা করা যাক, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'একজন স্ত্রীলোক দুটি মেয়ে সাথে নিয়ে আমার কাছে এসে কিছু চাইল। আমার কাছে একটি খুরমা ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। আমি তাকে সেটা দিলাম। স্ত্রীলোকটি তার দুই মেয়েকে খুরমাটি ভাগ করে দিলো। তারপর উঠে বের হয়ে গেল। এ সময় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এলেন। আমি তাঁকে ব্যাপারটি জানালাম। তখন তিনি বললেন, "যাকে এমন কন্যাসন্তান দিয়ে কোনো পরীক্ষা করা হয়, অতঃপর সে তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করে। এ কন্যারা তার জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে প্রতিবন্ধক হবে।"'[১]

---

[১] সহিহ বুখারি, হাদিস নং : ৫৯৯৫

এখন তুই বল, এখানে কি বলা হলো ‘কন্যাসন্তান মানেই পরীক্ষা, বা কন্যাসন্তানই পরীক্ষা?’

এখানে একজন মহিলার কথা বলা হলো—যার দুটি কন্যাসন্তান আছে। কিন্তু সে অর্থনৈতিকভাবে খুবই দুর্বল। দুজন কন্যা লালনপালন করা তার জন্য অবশ্যই একটি পরীক্ষা ছিল। এটিকে দলিল করে ‘মেয়েদের পরীক্ষা বলা হয়েছে’ এমন বলা যায় কীভাবে?

এ ছাড়া দেখ, আল্লাহ তাআলা বলেন, তোমাদের সম্পদ ও সন্তানসন্ততি তো তোমাদের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ। আর আল্লাহরই নিকট রয়েছে মহাপুরস্কার।[১]

এখন কি তুই বলবি, ‘আল্লাহ তাআলা সন্তান জন্ম দিতেই নিষেধ করেছেন, কিংবা অর্থোপার্জন করতে বাধা দিচ্ছেন?’

নুসাইবা চুপ রইল। কিছু বলল না। ফাইজাই নীরবতা ভাঙল—আচ্ছা এখন বাদ দে। আম্মু ডাকছে, আমি যাই। ভার্সিটিতে কথা হবে।

নুসাইবা : আচ্ছা যা।

নুসাইবার বিশ্বাস হচ্ছে না—ফাইজা তাকে এমন জ্ঞান দেবে। তবে শেষ হয়নি। আরও অনেক কথাই জমা আছে নুসাইবার মনে। আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করবে। দেখা যাক ফাইজা কী জবাব দেয়...।

[১] সূরা তাগাবুন, আয়াত : ১৫